ই-মেইলের অবসান ঘটবে শিগগিরই

মোঃ সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

ই-মেইলের মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে খুব শিগগির। এমন খবর শুনে প্রথমেই হয়তো একটু অবাক হবেন কিংবা ভাববেন–এ কোন পাগলের প্রলাপ। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এমনটাই মনে করছেন। ই-মেইলের সূত্রপাত ঘটে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। ই-মেইলের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগের ধরন ও আচরণের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাই নয়, ই-মেইল ছাড়া আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণভাবে বা ব্যক্তিগত মেইল চালাচালি বা যোগাযোগের বিকল্প কিছু কল্পনা করতে পারি না, সেই ই-মেইলের কিনা মৃত্যু ঘটবে? কিন্তু কেনো এমনটি বলা হচ্ছে বা ভাবা হচ্ছে, এর পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণ আছে কি? চলুন দেখা যাক, বিশেষজ্ঞরা কেনো এমন ধারণা পোষণ করছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন এলাকার ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানের প্যাটাংগা সলিউসন্সের জেনারেল ম্যানেজার স্টুয়ার্ট মিশেল গবেষণা করে দেখেছেন, ইদানীং কিশোর-কিশোরীরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ই-মেইলের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে কিংবা কমিয়ে দিয়েছে। স্টুয়ার্ট তার গবেষণায় দেখাতে চেষ্টা করেন, আগামীতে কর্মক্ষেত্রে বা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ই-মেইলের ব্যবহার থাকবে কি না?

বিশেষজ্ঞরা এখন আশঙ্কা করছেন, এই কারণে যে আমরা প্রতিদিন যত ই-মেইল পাই সেগুলোর শতকরা ৯৫ ভাগই না পড়ে মুছে ফেলি। আর যেগুলো পড়া হয়, তার বেশিরভাগের সাবজেক্ট লাইন ছাড়া তেমন কিছু দেখা হয় না। অর্থাৎ দুই একটি মেসেজের উত্তর দেয়া হয়, আর বাকিগুলো আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ ডিলিট করা হয়, কেননা এগুলো জাঙ্ক মেইল। এই মেসেজগুলো হলো সেই মেসেজ, যেগুলো স্প্যাম ফিল্টার এবং ফোল্ডার সত্যিকার অর্থে পড়ার জন্য আপনার কাছে ফেরত পাঠায়। এগুলো বিরক্তির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। ইতোমধ্যেই গত দুই যুগের জনপ্রিয় এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন ইলেকট্রনিক্স মেইল সিস্টেম থেকে অনেক কোম্পানি সরে এসেছে নবতর কমিউনিকেশন এবং কোলাবরেশন টুলের মধ্যে।

অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও এ কথা সত্য, আধুনিক তরুণ প্রজন্মের এক বিরাট অংশ ইতোমধ্যেই নিজেদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম হিসেবে ই-মেইলের পরিবর্তে বেছে নিতে শুরু করেছে মেসেজকে এবং অবসান ঘটাচ্ছে ই-মেইল যুগের বা বলা যেতে পারে ই-মেইলের মৃত্যু ঘটছে।

সম্প্রতি অ্যাটোস (Atos) নামের এক প্রযুক্তি কোম্পানি এক একটি কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে : আগামী দুই বছরের মধ্যে তাদের কোম্পানি থেকে ই-মেইলের ব্যবহার দূর করা হবে অর্থাৎ ই-মেইলের মৃত্যু ঘটানো হবে। এ ধারা অন্যান্য অনেক কোম্পানিতে শুরু হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকার কারণে খুব শিগগির ই-মেইল সার্ভারের অবস্থান হবে বেজমেন্ট স্টোরে ফ্যাক্স মেশিনগুলোর মতো।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান কমস্কোরের (ComScore) তথ্যমতে, ২০১১ সালে ওয়েবমেইলের ব্যবহার ৬ শতাংশ কমেছে। আর এই কমে যাওয়ার হার তরুণদের মধ্যেই বেশি, যেখানে ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের ব্যবহারের হার শতকরা ২৪ ভাগ।

ওয়েবমেইলের ব্যবহার এমন তীব্রভাবে কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণই হচ্ছে মোবাইল ই-মেইলের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া। মূলত এটি এক প্রবণতার প্রতিফলন, যা ফেসবুককে প্ররোচিত করে যাতে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ই-মেইলিংয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। এমন অবস্থার সূত্রপাত হয় তখন যখন ২০১০ সালে ফেসবুক সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ই-মেইলের মতো মেসেজিং সার্ভিস চালু করে।

ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকারবার্গ এ প্রসঙ্গে বলেন, হাই স্কুলের ছেলেমেয়েরা ই-মেইলের পরিবর্তে করে প্রচুর এসএমএস। তিনি আরো বলেন, এ সময় জনগণ একে অপরের সাথে যোগাযোগের তথা মেসেজ লেনদেনের জন্য হাল্কা জিনিস যেমন এসএমএস এবং আইএম ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

মেসেঞ্জারের অবসান ঘটানো

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ই-মেইলের যাত্রা ১৯৭০ সালের শুরুর দিকে হলেও দুই যুগ পর্যন্ত এর ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। ১৯৯১ সালে ই-মেইল অ্যাকাউন্ট সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশ লাখ। এরপর থেকে এ সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে এবং বিস্ময়করভাবে ই-মেইল অ্যাকাউন্ট সংখ্যা ৩১০ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এসব অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতিবছর ৯০ ট্রিলিয়নের বেশি মেসেজ চালাচালি হয়। (বৃটিশ ব্যবস্থায় ১ ট্রিলিয়ন সমান ১০ হাজার কোটি এবং যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় ১ ট্রিলিয়ন সমান ১ লক্ষ কোটি। এখানে দ্বিতীয়টিই প্রযোজ্য) বলা যায়, এ পথেই ই-মেইল ফ্যাক্স মেশিনের যুগের অবসান ঘটায় অর্থাৎ ফ্যাক্স মেশিনের মৃত্যু ঘটায় এবং ফোনকলকে প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিবর্তে সৌজন্যের উপকরণে পরিণত করে।

অনেকের কাছে মনে হতে পারে, ই-মেইলের প্রতিস্থাপন হতে পারে না, তবে এক্ষেত্রে কিছু ডাউন সাইডও রয়েছে। ই-মেইল প্রোভাইডার সেন্ডমেইলের মতে, শতকরা ৯০ ভাগ মেসেজই স্প্যাম। যদিও বেশিরভাগ জাঙ্ক স্প্যাম ফিল্টার করে অর্থাৎ ছেঁকে বের করে দেয়া হয়।

কমপিউটার সার্ভিসেস কোম্পানি স্টার পরিচালিত ২০১০ সালের এক জরিপে দেখা যায় যুক্তরাজ্যের প্রতি পাঁচজনের একজন কর্মী প্রতিদিন এক ঘন্টার বেশি সময় খরচ করে তাদের ইনবক্স ম্যানেজ করার জন্য, যা বছরে ৩২.৫টি কর্মদিবসের সমান।

ই-মেইল রক্ষার্থে

টেকনোলজি কোম্পানি অ্যাটোস ২০১৩ সালের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য ই-মেইলের ব্যবহার ছেড়ে দিচ্ছে। কেননা, ই-মেইল চালাচালিতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে কোম্পানির সিইও থিয়োরি ব্রেটন দাবি করেন, গড়ে প্রতিটি কর্মী দৈনিক ২শ'র বেশি ই-মেইল পান। এগুলোর মধ্যে শতকরা ১৫টি হ্যান্ডেল করতে সপ্তাহে ৫ থেকে ২০ ঘন্টার বেশি সময় নষ্ট করে, যা প্রকৃত অর্থে সময় অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তারা এর বিকল্প হিসেবে আরো ভালো কিছুর খোঁজ করছেন।

অ্যাটোস কোম্পানির মেইল সুইচ অফ স্ট্র্যাটেজির ডিরেক্টর রব প্রাইস বলেন, ই-মেইল গৃহীত হয়েছে সব কিছুর জন্য একটি সিঙ্গেল টুল হিসেবে। তিনি আরো বলেন, ইনবক্সেও সব তথ্য শিফট করতে জনগণকে আরো অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হবে।

এসএমএস এবং ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং তরুণ প্রজন্মের কাছে খুবই জনপ্রিয় ব্যয়সাশ্রয়ী এবং তাৎক্ষণিকতার জন্য। এখন তাই কাজের ক্ষেত্রের ধারণা বদলাতে শুরু করেছে।

ব্যবসায়ে সামাজিক নেটওয়ার্কের ওপর গুরুত্ব দেয়া ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠান ▸

StopThinkSocial-এর প্রতিষ্ঠাতা ডেভিট ক্রিস্টোফার বলেন, জনগণ এখন বুঝতে পারছে ই-মেইল সত্যিকার অর্থে এক বড় অনুৎপাদন খাত। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেন, ২০১৮ সালের মধ্যে ই-মেইলের মৃত্যু তথা অবসান ঘটবে। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, যদি জনগণ বিকল্প কিছু খুঁজে পায় এবং তার ওপর যদি আস্থাশীল হয় তাহলেই শুধু ই-মেইলের অবসান তথা মৃত্যু ঘটতে পারে।

তিনি আরো বলেন, গত বিশ বছর ধরে ই-মেইল এক গুরুত্বপূর্ণ টুল হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। তিনি আরো বলেন, ই-মেইল সত্যিকার অর্থে একটি সহযোগী টুল নয়, এটি লিনিয়ার কমিউনিকেশন টুল। ই-মেইল নিয়ে যেভাবে বলা হচ্ছে, এটি আসলে তেমন দরকারি বিষয় নয়। আমরা একে আঁকড়ে ধরে আছি এ কারণে যে, জনগণ এটি পরিবর্তন করতে চায় না বলে। বিশ বছর আগেও যে ই-মেইলের অস্তিত্ব ছিল না সেই ই-মেইল ছাড়া আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না আমাদের ব্যবসায়িক ও আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে। সেই ই-মেইলের অবসান বা মৃত্যু কিভাবে ঘটবে ২০১৮ সালের মধ্যে এ প্রসঙ্গে জানতে ক্রিস্টোফার অনেকের সাথে আলাপ করে বুঝতে পারেন, সব কিছুর উন্নয়ন এক চক্রেরমধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। আজ যা ভালো, বা সবার কাছে গ্রহণীয়, আগামীতে তা প্রতিস্থাপিত হবে আরো ভালো কিছু দিয়ে। সেই হিসেবে ই-মেইলও একদিন প্রতিস্থাপিত হবে। কখন হবে, সময়ই তা বলে দেবে।

ডেভিড ক্রিস্টোফার StopThinkSocial নামের এক বিশাল আইটি প্রোভাইডারের টিম লিডার হিসেবে কাজ করেন। তিনি বলেন, তার টিমকে কাজ করতে হয় ৯৫ শতাংশ ই-মেইল কমানোর জন্য।

গেম জেনারেশন

বিস্ময়কর হলেও সত্য, ই-মেইল থেকে সরে আসার প্রবণতা শুধু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই বেড়েছে তাই নয়, বরং তরুণ প্রজন্মের মাঝে এ প্রবণতা আরো অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে, যারা সদ্ব্যবহার করছে নতুন টেকনোলজি। এরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে এসএমএস এবং RIM-এর BBM মেসেজিং সার্ভিস। বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন, আইএম দ্রুত টুকরো টুকরো করার উপযোগী। আইএম প্রায় সময় ব্যস্ত থাকে মাল্টিপল চ্যাটে। তাৎক্ষণিক সাড়া দেয়ার সুবিধার জন্য আগের ই-মেইল মেসেজ কনস্ট্রাকশনের চেয়ে হয়ে ওঠে অধিকতর স্বাভাবিক কমিউনিকেশন প্লাটফরম। ইনস্ট্যান্ট মেসেজ তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত করতে সক্ষম সামাজিক নেটওয়ার্ককে যেখানে লোকজন বন্ধুদের সাথে একত্রিত হতে পারে এবং যোগাযোগ করতে পারে রিয়েল টাইমে। ওয়েবমেইলে সময় ব্যয় করার হার কমে গেছে। ২০১১ সালের শেষের হিসাব মতে জানা যায়, সামাজিক নেটওয়ার্কে অনলাইনে সময় ব্যয় হয় ১৬.৬ শতাংশ। এ তথ্য দিয়েছে ওয়েব মাত্রিক্স ফার্ম কমস্কোর। সামাজিক নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের সরে আসার ব্যাপারটি বেশ গুরুত্ব পেয়েছে ইকনোলটাপি পেপারে।

ঞা

এ কথা সত্য, সোশ্যাল প্লাটফরম মোবাইল ডিভাইসের সাথে সবসময় যুক্ত থাকার এক কার্যকর মাধ্যম। এ মাধ্যমকে ছোট-বড় সবাই বিশেষ করে অল্পবয়সীরা পিসির চেয়ে বেশি পছন্দ করে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইন্টারস্পেরিয়েন্সের গবেষণায় দেখা গেছে ১৮-২১ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের শতকরা ৭৫ জনের কাছে সবচেয়ে প্রত্যাশিত ডিভাইস হলো ল্যাপটপ ও স্মার্টফোন। মাত্র শতকরা ৫ জনের কাছে পিসি হলো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ডিভাইস।

ইন্টারস্পেরিয়েন্সের সিইও পাওল হাডসন বলেন, বর্তমান ডিজিটাল সমাজে তরুণ প্রজন্মের কাছে যেকোনো আইসিটি ডিভাইসের জনপ্রিয়তা নির্ভর করছে সেই ডিভাইসের মোবিলিটির ওপর, বিশেষ করে যারা সবসময় ইন্টারনেটে যুক্ত থেকে তাদের দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতে চান। তিনি আরো বলেন, প্রবীণ প্রজন্মের কাছে এখনো পিসি সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিভাইস।

ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের সিনিয়র আইটি প্রভাষক ড. নেইল সেলওয়াইন বলেন, এটি এক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, ছাত্রদেরকে তাদের নিজেদের অফিসিয়াল ই-মেইল অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে হয় এবং যদিও অন্য কোথাও তাদের নিজস্ব ই-মেইল অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য

র‍্যাডিকেটি গ্রুপের মতে, গড়ে করপোরেট ব্যবহারকারীরা প্রতিদিন ১১০টি ই-মেইল লেনদেন করেন। যদি ধরে নেয়া যায়, প্রতিটি ই-মেইল লেখতে বা পড়তে ৯০ সেকেন্ড সময় নেয়, তাহলে প্রতিদিন ই-মেইল লেনদেনে ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় নষ্ট হবে এজন্য এবং সপ্তাহে ১৪ ঘণ্টা সময় নষ্ট হবে।

বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্বে বিভিন্ন কোম্পানি নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এবং তাদের কর্মীদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বাড়ানোর উপায় বের করার চেষ্টা করছে। সে জন্য কোম্পানিগুলোর দরকার সহজে কমিউনিকেট এবং কোলাবোরেট করার। তাই অনেক কোম্পানিই ই-মেইল লেনদেনের জন্য সপ্তাহে ১৪ শ্রমঘণ্টা অপচয় করাটা মেনে নিতে পারে না।

ই-মেইলের মৃত্যু এক অত্যুৎসাহ ধারণা

প্রথমেই বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার, ই-মেইলের প্রচলন শুরু হওয়ার আগে আমাদের জীবন বা ব্যবসায় ফাংশন থেমে ছিল না। ই-মেইলের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকে যদি খেয়াল করে দেখি, তাহলে দেখতে পাব প্রযুক্তি কিভাবে বিকশিত হচ্ছে, আমরা যেভাবে যোগাযোগ এবং কোলাবোরেট করি, ই-মেইলের প্রভাবে তার আচরণগত পরিবর্তন কেমন হচ্ছে। সুতরাং এ বিবর্তনের ধারায় অদূর ভবিষ্যতে এক সময় ই-মেইলও অতীত হয়ে যাবে।

মাত্র কয়েক বছর আগে অর্থাৎ জুলাই ২০০৬ সালে যখন প্রথম টুইট সেন্ড করা হয়, তখন থেকে যোগাযোগের নতুন মাত্রা সূচিত হয়। সেখানে ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ২০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিদিনের টুইটের সংখ্যা ২০ কোটির বেশি এবং টুইটারে হ্যান্ডেল করতে হয় প্রতিদিন ১৬০ কোটির বেশি সার্চ কোয়েরি। এটিকে ব্যবহার করছে অনেক কোম্পানি বিকল্প এক কমিউনিকেশন চ্যানেল হিসেবে, তবে ই-মেইলের প্রতিস্থাপন হিসেবে নয়।

ফেসবুক ওপেন করা হয় সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে। তিন বছর পর এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০ কোটি হলেও বর্তমানে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি ফেসবুক চালু করে ই-মেইলের বিকল্প ব্যবস্থা, যার ব্র্যান্ড নেম 'definitely not email' হিসেবে পরিচিত।

গুগল ওয়েবের আবির্ভাব ও প্রস্থান ২০০৯-২০১০ সালে ঘটলেও জন্ম দেয় ই-মেইলের বিকল্পের ধারণা। গুগল+ (Google Plus) হলো সর্বাধুনিক সামাজিক মিডিয়া প্লাটফরম, যা বর্তমানে সীমিত পরিসরে চালু করা হলেও খুব শিগগির পরিপূর্ণভাবে অবমুক্ত হয়ে স্ট্যান্ডার্ড ই-মেইলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

ফিডব্যাক : iamtushar@hotmail.com